দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 4 MAR 2013
পৃষ্ঠা 19 কলাম 8

ঢাবি'র সমাবর্তন বর্জনের ঘোষণা সাদা দলের

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৭তম সমাবর্তন। প্রায় ৮ হাজার শিক্ষার্থী এ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। সকাল সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে সমাবর্তনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হবে। এতে সভাপতিত্ব করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রেসিডেন্ট মো. জিল্লুর রহমান। অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা ভারতের প্রেসিডেন্ট প্রণব মুখার্জিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্মানসূচক ডক্টর অব ল' ডিগ্রি প্রদান করা হবে। এদিকে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি-জামায়াতপন্থী সাদা দলের শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করবেন না বলে জানা গেছে। তাদের অভিযোগ, জামায়াতের ডাকা হরতালের কারণে সমাবর্তন অনুষ্ঠান পিছিয়ে দিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলেও তা মানা হয়নি। তাই সার্বিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে অনুষ্ঠানে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। সাদা দলের প্রবীণ শিক্ষক প্রফেসর ড. আকুল হাসনাত বলেন, আমরা হরতালে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ অতিথিদের নিরাপত্তার কথা ভেবে সমাবর্তনের তারিখ পরিবর্তনের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছি। কিন্তু তা গৃহীত না হওয়ায় অনুষ্ঠানে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

তবে হরতালে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলে জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। জানা যায়, সমাবর্তনের প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে প্রায় ২ কোটি টাকা। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৭তম সমাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১০ হাজার ধরে ২ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হয়। এর মধ্যে সমাবর্তন খাতে জমাকৃত টাকা থেকে ১ কোটি ৮১ লাখ ৩৬ হাজার টাকা ব্যয় করা হবে। বাকি টাকা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায়কৃত টাকা থেকে ব্যয় মেটানোর কথা বলা হয়। তবে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ১০ হাজারের জায়গায় সমাবর্তনে আট হাজারেরও কম শিক্ষার্থী নাম নিবন্ধন করেছেন।

হরতালের মধ্যে সমাবর্তন সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, হরতালে সমাবর্তন পেছানো কিংবা স্থগিত করার কোনো সুযোগ নেই। সমাবর্তন হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রমের নিয়মিত অংশ। অনেক আগে থেকেই এটি নির্ধারিত হয়ে থাকে। সমাবর্তন বক্তাদের সময়সূচি অনুযায়ী সমাবর্তনের দিন নির্ধারণ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আমজাদ আলী বলেন, এবারের সমাবর্তন হরতালের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এজন্য র‍্যাব ও পুলিশের পাশাপাশি গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং সাদা পোশাকের নিরাপত্তা বাহিনী কাজ করবে।